ইন্দ্রজাল ম্যাজিকের জন্য পৃথিবী বিখ্যাত পদ্মশ্রীপ্রাপ্ত জাদুসম্রাট পিসি সরকারের জন্ম ১৯১৩ সালে।

মহাভারতের বাংলা অনুবাদ, হুতোম প্যাঁচার নকশার জন্য বিখ্যাত লেখক-সমাজসেবক কালীপ্রসন্ন সিংহের জন্ম ১৮৪১ সালে।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ
মঙ্গলবার, ১০ ফাল্গুন ১৪২৭
■ ৪১ বর্ষ ■ ২৭৫ সংখ্যা

প্রতিহিংসার খেলা

খেলাটা অপরিচিত নয়। খেলাটায় উত্তেজনা আছে, কিন্তু মজা নেই। খেলাটা কাঁচাও বটে। বড্ড সহজে কৌশলটা ধরা পড়ে যায় প্রতিপক্ষের কাছে। এমনকি দর্শকদের কাছেও। দর্শকরা তাই দূরে দাঁড়িয়ে দেখেন শুধু, খেলার সঙ্গে আত্মিক যোগ বোধ করেন কম। ২০১৬-তেও খেলাটা দেখেছে বাংলা। খেলার কুশীলবরা রাজনীতিবিদ। মাঠে নেমে খেলেন অবশ্য কিছু সরকারি আধিকারিক। দর্শকের ভূমিকায় আম পাবলিক। ২০২১-এও খেলাটা শুরু হয়ে গিয়েছে। বেশি হইচই হচ্ছে সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাইপোর বাড়িতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা পৌঁছে যাওয়ায়। তৃণমূল যুব কংগ্রেসের প্রদেশ সভাপতির বাড়িতে সিবিআই পৌঁছোনোর অনেক আগেই অবশ্য '২১-এর খেলা শুরু হয়ে গিয়েছিল। অভিযোগ দীর্ঘদিন শুধু নয়, বছরের পর বছর হলেও কয়েক মাস হল হঠাৎ নানা দুর্নীতির হদিস পেতে শুরু করেছে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় এজেন্সি।

অথচ সারদা বা নারদ মামলার অগ্রগতির তেমন কোনও লক্ষণ নেই। ওই মামলায় তৃণমূলের অনেক তাবড় নেতার যোগসাজশের প্রাথমিক অভিযোগ ছিল। মদন মিত্র, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো শাসকদলের নেতারা কিছুদিন কারান্তরালেও ছিলেন। কিছুদিন কলকাতা পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমারকে ধরার নামে নাটক কম হল না। এখন আর সাধারণ মানুষের কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করা ভুয়ো অর্থলগ্নি সংস্থার বিরুদ্ধে মামলাগুলি নিয়ে কোনও নাড়াচাড়া নেই। ২০১৬-র বিধানসভা নির্বাচনের আগে নারদ কেলেঙ্কারি ভাইরাল হলেও বলির পাঁঠার মতো এক আইপিএস অফিসারের কিছুদিন কারাবাস ছাড়া আর তেমন কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। ওই দুই কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্তদের অনেকে ইতিমধ্যে খেলার টিম বদলে ফেলেছেন।

কয়েক মাস আগে হঠাৎ কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থাগুলির মনে পড়েছে যে, গোরু পাচার, কয়লার বেআইনি কারবার, বালি পাচার ইত্যাদিতে পশ্চিমবঙ্গের সর্বনাশ ঘটছে। গোরুর বেআইনি কারবার, কয়লা পাচার ইত্যাদি অভিযোগ কিন্তু বাংলায় নতুন নয়। বেশ কিছুদিন বললেও ভুল হবে, বাস্তবে বছরের পর বছর ধরে বাংলার অপরাধ মানচিত্রে এই দুষ্কর্মগুলির কুখ্যাতি ছড়িয়েছে। এই অপরাধগুলি সিবিআই, ইডির নজরে পড়া সাধুবাদযোগ্য নিশ্চয়ই। এইসব অপরাধ কঠোর হাতে দমন করা উচিত বটে। সমস্যা হল, হঠাৎ ২০২০-র শেষদিকে এসে এই অপরাধগুলি নিয়ে কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির তৎপরতা আসলে সেই খেলাকেই মনে করিয়ে দিল। খেলা তো একপক্ষে হয় না। দুটো টিম লাগে। বিপরীত পক্ষেও খেলার প্রস্তুতি কম নয়। কখনও মাদক আইনে, কখনও বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী অভিযোগে কিংবা হামলা, মারধর ইত্যাদি অভিযোগে ধরপাকড়, জেলে পোরার মধ্যে দিয়ে খেলাটা চলছিল।

বিজেপির যুবনেত্রী পামেলা হয়েছেন। কিন্তু সব ব্যাটাকে ছেড়ে বেঁড়ে ব্যাটাকে ধর গোছের খেলায় খোদ দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র ঘরে বাংলার এক আদালতের সমন পৌঁছে যাওয়ায় খেলাটা ভিন্নমাত্রা পেয়ে গেল। প্রমাণ ছাড়াই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে নানা মন্তব্য করায় অভিযুক্ত অমিত শা। প্রতিপক্ষকে কোণঠাসা করতে নেতাদের নামে সত্য-মিথ্যা মিশিয়ে গালমন্দ করা দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক 'কালচার।' বাংলার গান্ধিবাদী নেতা প্রফুল্ল সেনের বিরুদ্ধে একসময় স্টিফেন হাউস কিনে নেওয়ার অভিযোগ করা হয়েছিল। এসব নিয়ে অতীতে কখনও মামলা-মোকদ্দমা হয়নি। বরং এসব ছিল রাজনীতির খেলাটা রসিকতায় মুড়ে জনপ্রিয় করার উপকরণ।

রাজনৈতিক সংস্কৃতির 'সেদিন গিয়াছে চলিয়া।' এখন মতাদর্শ, রাজনৈতিক লাইনের প্রতিযোগিতা নয়, স্থান নিয়েছে 'খেলা হবে' স্লোগানের আড়ালে প্রতিহিংসা, প্রতিশোধস্পৃহা। জনমতের প্রতিফলনে ভরসা না রেখে মিথ্যার বেসাতি ও যেনতেনপ্রকারেণ প্রতিপক্ষকে খেলার মাঠ থেকে সরিয়ে দেওয়ার বেপরোয়া প্রয়াস। সামনাসামনি রাজনৈতিক ভাবাদর্শের লড়াইয়ে আস্থা রাখার দিন শেষ। তাই এখন এমন খেলাই রাজনীতির ভবিতব্য বাংলায়।

অমৃতধারা

যে ব্যক্তি আমি বদ্ধ, আমি বদ্ধ বারবার বলে, সে শালা বদ্ধই হয়ে যায়। যে রাত-দিন আমি পাপী, আমি পাপী এই করে, সে তাই হয়ে যায়।

ঈশ্বরের নামে এমন বিশ্বাস হওয়া চাই কি আমি তাঁর নাম করেছি, আমার এখনও পাপ থাকবে! আমার আবার পাপ কি? আমার আবার বন্ধন কি? কৃষ্ণকিশোর পরম হিন্দু, সদাচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ, সে বৃন্দাবনে গিছিল। একদিন ভ্রমণ করতে করতে জলতৃষ্ণা পেয়েছিল। একটা কুয়ার কাছে গিয়ে দেখলে, একজন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাকে বললে, ওরে তুই এক ঘটি জল আমায় দিতে পারিস? তুই কি জাত? সে বললে, ঠাকুর মহাশয় আমি হীন জাত, মুচি। কৃষ্ণকিশোর বললে, তুই বল, শিব। নে, এখন জল তুলে দে। ভগবানের নাম করলে মানুষের দেহ মন সব শুদ্ধ হয়ে যায়। কেবল 'পাপ' আর 'নরক' এইসব কথা কেন? একবার বল যে অন্যায় কর্ম যা করেছি আর করবো না। আর তাঁর নামে বিশ্বাস কর।

–শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

শব্দরঙ্গ ■ ২৮৪৮

পাশাপাশি : ১। দুর্বল, খুব শীর্ণকায় ব্যক্তি ৩। কারও প্রতি সম্মান দেখানো বা খাতির করা ৫। শ্রেণি নির্বিশেষে সব মানুষ বা আম জনতা ৬। যে রাজার প্রাসাদে পাণ্ডবরা অজ্ঞাতবাসে ছিলেন ৭। হিংস্র বন্যপ্রাণী ৯। বাধাবিপত্তি বা আঘাত এবং প্রত্যাঘাত ১২। সেনাবাহিনীর জন্য খাদ্য সম্ভার ১৩। ঘড়ির কাঁটার শব্দ।

উপর-নীচ : ১। হঠাৎ বিরাট ক্ষতি বা সমূহ সর্বনাশ ২। খুন, হত্যা বা বধ করা ৩। কোনও বিষয়ের সমাধান বা মীমাংসা করা ৪। তোরা যে যা বলিস ভাই আমার সোনার ___ চাই ৫। কোনও বিষয় জটিল হয়ে যাওয়া বা তালগোল পাকিয়ে যাওয়া ৭। কংগ্রেসের নির্বাচনি প্রতীক চিহ্ন ৮। যে ছেলের বয়স এখনও ১৮ বছর হয়নি ৯। ঘুঙুর, নূপুর বা কিঙ্কিণী ১০। কোনও বিষয়ে অনিচ্ছাকৃত ভুল ১১। সুযোগের অপেক্ষায় ওত পেতে থাকা।

সমাধান ■ ২৮৪৭

পাশাপাশি : ১। পঞ্চম ৪। টগর ৫। হাতি ৭। নহর ৮। তারস্বর ৯। বকবক ১১। আদিম ১৩। ঠাট ১৪। নির্মম ১৫। লাটাই।

উপর-নীচ : ১। পবন ২। মটর ৩। করদাতা ৬। তিতির ৯। বইঠা ১০। কনীনিকা ১১। আমলা ১২। মরাই।

দেশের সব রাজ্যেই এখন এক গল্প, কখনও কাটমানি, কখনও কমিশন

দেবদূত ঘোষঠাকুর

বাড়ির সামনে রাস্তার কাজ হচ্ছে। প্রবীণ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি ইঞ্জিনিয়ার দেখলেন, গর্তে জমা জলের মধ্যে দুই ঝুড়ি ভাঙা ইট পড়ল। সেই ইটের টুকরোর উপরে একবার রোলার চালিয়ে ঢেলে দেওয়া হল পিচ। প্রবীণ ইঞ্জিনিয়ার আঁতকে উঠলেন, 'আরে, হচ্ছেটা কী! একবার বৃষ্টি হলেই তো সব উঠে যাবে। নিয়ম মেনে কাজ করুন ভাই!'

শ্রমিকরা পাত্তাই দিলেন না প্রবীণের আপত্তিকে। বৃষ্টি হল না, কিন্তু তিনদিনের মধ্যে ওই জায়গাতেই ফের গর্ত। ইটের টুকরো, পিচ কোথায় গিয়েছে কেউ জানে না। বড় গাড়ি ঢোকেনি। চার চাকার চাপই নিতে পারল না মেরামত হওয়া রাস্তা।

এর পরেই সরকারি অনুষ্ঠানের প্রচারে আসা স্থানীয় প্রতিনিধিকে বাড়ির দরজায় পেয়ে গেলেন ওই প্রবীণ। তবে নিজে কোনও দায় না নিয়ে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের বাপবাপান্ত করে গেলেন জনপ্রতিনিধি।

প্রবীণের বিনীত নিবেদন, প্রশাসনের তরফ থেকে নজরদারি নেই কেন? এবার জনপ্রতিনিধি পালানোর পথ পেলেন না। কী জবাব দেবেন, তা জানা ছিল না যে তাঁর!

শুধু কলকাতা কেন, আমাদের দেশে অধিকাংশ জায়গায় এমন ছবি রুটিন হয়ে পড়েছে এখন। বাংলার বিভিন্ন জেলার নানা গ্রাম পঞ্চায়েতেও দেখা যাবে এই ব্যাপারটা। আর এটা শুধু বাংলা কেন, দেশের অনেক রাজ্যে এ দৃশ্য মিলবে। পাহাড় থেকে সাগর, উত্তর থেকে দক্ষিণ সর্বত্র। দক্ষিণ ভারতেও এই জিনিসটা চালু। সেখানে লোকের কাছে টাকা নেওয়া হয়। টাকা নিয়ে অধিকাংশ জায়গায় কাজটা করে দেওয়া হয়। বাংলাতে সেটাও অনেক সময় হয় না। এখানে লোকের টাকাও যায়, কাজও হয় না।

আগের যে গল্পটা দিয়ে শুরু করেছিলাম, সেখানে একটা প্রশ্ন অবধারিত। কেন এভাবে রাস্তা মেরামত হল? এর জন্য দায়ী কে? জনপ্রতিনিধি ঠিকাদারের উপরে সব দায় চাপালেও, স্থানীয় প্রশাসনের বড়, মেজো, সেজো, ছোট কর্তা থেকে শুরু করে জনপ্রতিনিধি, সবাই মোটামুটি এই অবস্থার জন্য দায়ী। যে পুরসভা, পঞ্চায়েত যত ক্ষমতাশালী, যাদের আর্থিক বরাদ্দ যত বেশি সেখানে এই 'ফাঁকি'র প্রবণতা তত বেশি। তবে এর ব্যতিক্রমও আছে। যদিও তাঁদের খুঁজে বের করতে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের প্রয়োজন হয়।

সরকারি বরাদ্দের শৌচাগার তৈরি হবে। যে মিস্ত্রি কাজ করবেন, তিনি ঠিকাদারের কাছে জানতে চাইলেন, 'কী মানের জিনিস দিয়ে কাজ হবে?' ঠিকাদার বললেন, 'দেখবেন দু'বছর যেন ঠিকঠাক থাকে। তারপরে ভেঙে যাক, খুলে যাক আপনাকে দেখতে হবে না। যতটা কম খরচে করা যায় করে দিন।' আসলে কাজ শুরুর আগেই মোট বাজেটের টাকা ভাগ হয়ে যাচ্ছে। রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর, পুরসভা কিংবা পঞ্চায়েত কাজ শেষের পরে টাকা ছাড়বে। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কাজের বরাত বেরোতে না বেরোতেই টাকা বাঁটোয়ারা হয়ে যায়। এখানেও দায় চাপে ঠিকাদারদের ঘাড়ে।

জনপ্রতিনিধি এবং পুরকর্তারা যাঁদের উপরে দায় চাপিয়ে খালাস তাঁরা কী বলছেন? একজনের মন্তব্য, 'ইঞ্জিনিয়ারের বাবা অসুস্থ। হাসপাতালে ভর্তি। ইঞ্জিনিয়ার বাড়ি গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। আমরা ঘুরিয়েফিরিয়ে রাত জাগছি। ওই ইঞ্জিনিয়ারই আবার বিল সইয়ের সময় নিজের কমিশন চেয়ে নিচ্ছেন। তিন পার্সেন্ট। ০.১ শতাংশও কমবে না।' ইঞ্জিনিয়ার, পাড়ার দাদা, জনপ্রতিনিধি সবার কমিশন বাঁধা। কারও কম কারও বেশি। তবে সব দেবতাকে তুষ্ট রাখতে পারলে কাজের সময় কেউ বিরক্ত করবে না। কেউ দেখতেও আসবে না কী কাজ হচ্ছে, জানিয়েছেন রাজ্যের এক নামকরা ঠিকাদার সংস্থার এক প্রতিনিধি। কলকাতা পুরসভার অন্দরের খবর, এক শীর্ষ পুরকর্তা নাকি প্রতি কাজ থেকে দুই পার্সেন্ট করে নিতেন। সেই টাকাটা তাঁকে নগদে পৌঁছে দিতে হত।

শুধু কি রাস্তা? যে সব পরিষেবা যে সব দর দেয় তাদের সবার অবস্থা এমনই। নজরদারি নেই। কী কাজ হচ্ছে তার খতিয়ান দেওয়ার দায়বদ্ধতা নেই। ঠিক এই জন্যই প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরে ত্রাণের টাকা দুর্গতদের হাতে পৌঁছোয় না। অভিযোগ, সেই ত্রাণ পেতে হলে অনেক ক্ষেত্রেই কমিশন দিতে হয় জনপ্রতিনিধিদের। অনেক ক্ষেত্রেই প্রশাসনের ছোট, বড়, মেজো তলার সঙ্গে রাজনৈতিক নেতা এবং জনপ্রতিনিধিদের যোগসাজশে যাঁর ত্রাণ দরকার তিনি পান না। পেয়ে যান এমন কেউ, যাঁর কোনও ক্ষতিই হয়নি। সেখানে কমিশন নয়, কাটমানি। প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রেও ঠিক এমনটি হয়। মামলা হয়। নিয়োগ প্রক্রিয়া স্থগিত হয়ে যায় কখনো-সখনো। কিন্তু তিনি বা যাঁরা কাটমানি খেলেন, তাঁরা বেঁচে যান সর্বত্র।

> আপনি কোথায় যাবেন, কার কাছে যাবেন সুরাহা পেতে, সেটা কেউ জানেন না। সরকার যায়, সরকার আসে। সমস্যার সমাধান আর হয় না। কোনও পার্টি এই সমস্যার সমাধান করতে পারে না। এটা আমাদের দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাদের রক্তে-মজ্জায় ঢুকে গিয়েছে। সব একেবারে ঘুঘুর বাসা।

আসলে মানুষকে পরিষেবা দেওয়ার যে কোনও কাজেই চালু রয়েছে কমিশন প্রথা। কোথাও কোথাও জনপ্রতিনিধি বা ইঞ্জিনিয়ার এই কমিশন প্রথার বিরোধী, কিন্তু কাজের গতি অক্ষুণ্ণ রাখতে টাকা গুঁজে দিতে হয় তাঁর ঘনিষ্ঠ বা প্রশাসনের কোনও একজনের পকেটে। না হলে হাজারটা ফ্যাকড়া। 'ফ্যালো কড়ি মাখো তেল' এই বন্দোবস্তটাই এখন অতি স্বাভাবিক ঘটনা। আর মহামারির মতো এই রোগটা ছড়িয়ে পড়ে সব সরকারি দপ্তরে, বিশেষ করে যেগুলি নাগরিকদের পরিষেবা দেওয়ার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত।

সমস্যা হল, গোটা দেশেই এখন এই রোগ। আপনি কোথায় যাবেন, কার কাছে যাবেন সুরাহা পেতে, সেটা কেউ জানেন না। সরকার যায়, সরকার আসে। সমস্যার সমাধান আর হয় না। কোনও পার্টি এই সমস্যার সমাধান করতে পারে না। এটা আমাদের দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাদের রক্তে-মজ্জায় ঢুকে গিয়েছে। সব একেবারে ঘুঘুর বাসা।

পুরসভার কাউন্সিলার বা পঞ্চায়েত সদস্যদের বড় অংশের বিরুদ্ধে নাগরিকদের এখন অনেক অভিযোগ। একবার কাউন্সিলার হলে তিন পুরুষ বসে খাওয়া যায় এমন মন্তব্যও শোনা যায় কান পাতলে। পরিষেবার কাজ যথাযথ হল কী হল না, তা না দেখে ঠিকাদার সংস্থার কাছ থেকে মোটা কমিশন আদায় করতে অনেক কাউন্সিলার সিদ্ধহস্ত বলেও বিস্তর অভিযোগ ওঠে পুরসভার অন্দরে। আর তখনই কলকাতা পুরসভার এক প্রাক্তন কাউন্সিলারের প্রসঙ্গ ওঠে।

কলকাতা পুরসভার এক প্রাক্তন কাউন্সিলার এখনকার জনপ্রতিনিধিদের দায়িত্ববোধ প্রসঙ্গে প্রায় ১০০ বছর আগের এক কাউন্সিলারের গল্প শোনাচ্ছিলেন।

কী সেই গল্প? ১৯২৫ সালে কলকাতায় পুরসভার প্রথম নির্বাচিত পুর বোর্ড তৈরি হয়েছিল। সেবার জিতে কাউন্সিলার হলেন সুভাষচন্দ্র বসু। নির্বাচিত মেয়র চিত্তরঞ্জন দাশ। তিনি নেতাজিকে সিইও'র পদ দিলেন। বেতন মাসে তিন হাজার টাকা। আর সেই পদ পেয়ে পুর পরিষেবার টাকার জোগান দিতে নিজের বেতন অর্ধেক করে দিয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র। এটা কিন্তু গল্প নয়। একেবারে বাস্তব ঘটনা। কলকাতা পুরসভার নথিতে আছে।

এখনকার দিনে দেশের কোথাও এসব ভাবাই যায় না!

(লেখক বিশিষ্ট সাংবাদিক)

আলোচিত

আর একটা সরকার ফেলে দেওয়ার জন্য বিজেপিকে অভিনন্দন। স্বর্গে অটলবিহারী বাজপেয়ী, নয়াদিল্লিতে লালকৃষ্ণ আদবানি খুব খুশি হবেন বিজেপির নতুন নীতি দেখলে। এই পার্টিই কি এক ভোটে লোকসভায় হেরে গিয়েছিল?

–যশবন্ত সিনহা

আজ

১৯৫২ সালে আজকের দিনে ভাষা আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গণে প্রথম শহিদ মিনার তৈরি করেন। এক রাতে তৈরি হওয়া মিনারের গায়ে সাঁটানো কাগজের ফলকে লেখা ছিল 'শহিদ স্মৃতিস্তম্ভ'। দু'দিন পর পুলিশ ও পাকিস্তান আর্মি তা ভেঙে ফেলে।

বিন্দু বিসর্গ

পাঁচ বছর কেটে গেল! আবার ভোটের দৌড়াদৌড়ি।

সব দিক দিয়েই বদলে গিয়েছে মহাকাশ যুদ্ধের ধারা

শুভঙ্কর ঘোষ

মহাকাশে ভ্রমি মহাবিস্ময়ে। না, কবির কল্পনা নয়, প্রযুক্তির হাত ধরে সাধারণ মানুষের বাস্তবায়নের খুব কাছে চলে আসছে এমন সম্ভাবনা। গত ক'দিন ধরে মঙ্গল অভিযান নিয়ে কাগজে লেখালেখি দেখে এমনই মনে হচ্ছে বারবার।

ইতিহাস বলছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরেই শুরু হয়েছিল মহাকাশে শক্তি প্রদর্শনের ভয়ংকর প্রতিযোগিতা। তখনকার দুই বিশ্ব শক্তি আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে। মহাকাশে ইউরি গ্যাগারিনের সৌজন্যে এগিয়েছিল রাশিয়া। চন্দ্রপৃষ্ঠে পা রাখার দৌড়ে প্রথম হয়ে স্কোর ১-১ করে আমেরিকা- সৌজন্যে অ্যাপোলোর নীল আর্মস্ট্রংয়ের দলবল।

ক্রমে শুধু প্রথম বিশ্বের উন্নত দেশ নয়, ভারত-চিনের মতো অন্য উন্নয়নশীল দেশও সক্রিয় মহাকাশ গবেষণা ও কর্মকাণ্ডে। সব দেশের চোখ আজ সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহের দিকে। নানা কাজ চলছে মহাবিশ্বের আনাচকানাচে অনুসন্ধানের জন্য।

এদের মধ্যে মঙ্গল বিশেষ আকর্ষণের বস্তু। শুধু লাল রংয়ের জন্য নয়, বিজ্ঞানীদের অনুমান এখানে প্রাণ থাকতে পারে। কিন্তু প্রথম থেকেই দেখা গিয়েছে, মঙ্গল অভিযান ভীষণ ঝুঁকিপূর্ণ। গত ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত বিশ্বজুড়ে ৪৯টি অভিযানের মধ্যে ২০টি সফল। ২০১৬ সালে ইউরোপীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থার মহাকাশযান ভেঙে পড়েছিল মঙ্গলপৃষ্ঠে। সেক্ষেত্রে মঙ্গলে মানুষের পা রাখা কী পরিমাণ কঠিন কাজ, তা সহজেই অনুমান করা যায়। মঙ্গলের চারপাশে কক্ষপথে পর্যবেক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গলপৃষ্ঠে ল্যান্ডার ও রোভার নামানো অন্যতম চ্যালেঞ্জ।

আমেরিকা এর আগে চারটি রোভার পাঠিয়েছে। ২০১২ সালে মঙ্গলের মাটিতে সফলভাবে নামে 'কিউরিওসিটি রোভার'। ২০১৮ সালে মঙ্গলের বুকে নামে নাসার মহাকাশযান 'ইনসাইট'। এবার পার্সিভিয়ারেন্স আগের থেকে আরও বেশি পরীক্ষানিরীক্ষার সম্ভাবনা নিয়ে প্রেরিত। অবতরণের ঠিক আগে ছিল ৭ মিনিটের বিপদ। পৃথিবী থেকে প্রায় ৪,৭০০ লক্ষ কিলোমিটার গত সাত মাসে অতিক্রম করে মঙ্গলপৃষ্ঠে রোবটটি নামে তাপরোধক বর্ম এবং প্যারাসুটের সাহায্যে।

অভিযান ভারতের কাছে অন্য মাত্রা আনছে একটা কারণে। আমেরিকার হলেও এখানে উল্লেখযোগ্য অবদান কয়েকজন

ভারতীয়ের। তাঁদের মধ্যমণি কপালে সুন্দর টিপে উজ্জ্বল স্বাতি মোহন। রোভারটির অবতরণের জটিল পর্যায়ে উচ্চতা নিয়ন্ত্রণ সামলেছেন দক্ষ হাতে। এক্ষেত্রে আরও দুজনের নাম ভাস্বর। মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অনুভব দত্ত, কলকাতা সাউথ পয়েন্ট স্কুলের ছাত্র- মেদিনীপুরে পৈতৃক ভিটা। খড়্গপুর আইআইটি থেকে আমেরিকায় পাড়ি। পার্সিভিয়ারেন্স থেকে যে হেলিকপ্টার 'ইনজেনুইটি' মঙ্গল আকাশে ঘুরবে তাতে অনুভবের অবদান। অন্যজন বর্ধমানের সৌম্য দত্ত। রোভারটিকে নীচে নামাতে যে প্যারাসুট সাহায্য করেছে সেটির মূল কারিগর তিনি।

পার্সিভিয়ারেন্স অনেকগুলো নতুন গবেষণার দাবিদার। এর মধ্যে জৈব বস্তুর সন্ধান ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। নানা জায়গায় খোঁড়াখুঁড়ি করে মাটি ও পাথর সংগ্রহ করবে। শোনা যাচ্ছে ৪৩টি টেস্টটিউবে সেগুলি সংগ্রহ করা হবে। ২০২৬ সালে নাসার পরবর্তী অভিযানে সেই টেস্টটিউবগুলি পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনার পরিকল্পনা।

একবিংশ শতকে রাশিয়া নয়, চিনের সঙ্গে জমে উঠেছে আমেরিকার লড়াই। শুধু অর্থনীতি, সামরিক শক্তি ও প্রযুক্তি নয়, মহাকাশের দখল নিতে নিত্য প্রতিযোগিতা। চিনের তিয়ানওয়েন-১'এর এ মাসেই মঙ্গলের কাছে পৌঁছে যাওয়ার কথা। ভারত আর চিনের মধ্যে লড়াইয়েও একই গল্প। ২০১৪ সালে মঙ্গলযান অভিযানে আসে ভারতের সাফল্য। এর আগে ২০১১ সালে চিনের মঙ্গল অভিযান ইয়ংঘিউ-১ চূড়ান্ত ব্যর্থ। ভারতের পরবর্তী অভিযানের আগে তাই চিনও মারাত্মক সক্রিয়। তাদের সাফল্য সময়ের অপেক্ষা।

কিছুদিন আগেই সংযুক্ত আরব আমিরশাহির সাফল্য এসেছে তাদের মঙ্গল অভিযানে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের পরিকল্পনা চলছে। ইউরোপ ও রাশিয়ার যৌথ মিশন এক্সোমার্স হবে ২০২২ সালে। পিছিয়ে নেই জাপান, ব্রাজিলের মতো দেশও। গ্যাগারিন, তেরেসকোভা, আর্মস্ট্রংয়ের স্মৃতিময় দিন এখন অনেক দূরের মনে হচ্ছে। স্বপ্নের লাল গ্রহ এখন মহাকাশযুদ্ধের ধারণাটা পালটে দিয়েছে সব দিক দিয়েই।

(লেখক সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের অধ্যাপক)

জনমত

ভোট হোক উৎসবের আমেজে

পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন আসন্ন। জোরকদমে রাজনৈতিক দলগুলির প্রচারের কাজ শুরু হয়েছে। ভোটের প্রচারে নেতাদের রাজনৈতিক কচকচানি শুনতে ভালো লাগলেও, কখনো-সখনো লাগামছাড়া বাক্যবাণে হাড়হিম করা আতঙ্কের বাতাবরণ তৈরি হচ্ছে। আমজনতা অবাধ, রক্তপাতহীন শান্তিপূর্ণ ভোট চায়। স্বাধীন নিরপেক্ষ জনমতের প্রতিফলনে প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ হওয়া উচিত। বিধানসভা নির্বাচনের ঢাকে কাঠি পড়ার আগেই যেভাবে বাংলাজুড়ে কালবৈশাখীর মতো অশান্তির কালো ছায়া ছড়িয়ে পড়ছে তা অত্যন্ত উদ্বেগের। 'শান্তির ললিত বাণী' যেন আজ বাংলার মাটিতে অপ্রাসঙ্গিক। এবারের নির্বাচনি প্রচারে ব্যক্তিগত আক্রমণ অন্য মাত্রা নিয়েছে। নেতা-নেত্রীর মুখ নিঃসৃত প্রচ্ছন্ন হুমকি গঠনতন্ত্রের ওপর বুলডোজারের কাজ করছে। বঙ্গ রাজনীতিতে 'খেলা হবে' স্লোগানের অন্তরালে কি রক্ত-হোলির অশনিসংকেত লুকিয়ে আছে? রাজনীতির কারবারিরা যেভাবে স্লোগানটিকে আত্মস্থ করে ভোট বৈতরণি পার হতে চাইছেন তাতে বঙ্গবাসী রীতিমতো শিহরিত। ভোট যত এগিয়ে আসছে চারিদিকে হানাহানি, মারামারি ও গোলাগুলির আওয়াজ তত জোরালো হচ্ছে।

আমরা সাধারণ মানুষ শান্তি চাই। আগামী বিধানসভা নির্বাচন গণতান্ত্রিক মোড়কে উৎসবের আমেজে সম্পন্ন হবে-এটুকুও কি আজ আমরা আশা করতে পারি না?

আসন্ন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কোনও পরিবারকে যেন স্বজন হারাতে না হয়, কোনও নারীকে যেন স্বামীহারা হতে না হয়, কোনও মায়ের কোল খালি হয়ে যেন তাঁকে পাগল হতে না হয়। শুধু ভোটদাতারাই নন, নিরীহ ভোটকর্মীরাও যাতে নির্ভয়ে ভোট উৎসবে শামিল হতে পারেন- নির্বাচন কমিশন ও প্রশাসন তা ১০০ ভাগ নিশ্চিত করবে, এই আশা রাখি।

পংকজ সরকার, সহ শিক্ষক
বুনিয়াদপুর হাইস্কুল (উ.মা.),
দক্ষিণ দিনাজপুর।

সাধুবাদ

মহাকালপল্লির সূর্য সেন স্মৃতি পাঠাগারটি পুনরায় চালু করা ও উক্ত সংস্থার সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য শিলিগুড়ি পুরনিগমের তরফে ১১ জানুয়ারি শিলিগুড়ির মাস্টারদা স্মৃতি সংঘকে পাঠাগারটি হস্তান্তর করা হয়। একজন মহান বিপ্লবীর প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য শিলিগুড়ি পুরনিগম কর্তৃপক্ষকে সাধুবাদ জানাই। সেই সঙ্গে সূর্য সেন মহাবিদ্যালয়ের তরফেডঃ স্বপনকুমার মণ্ডলের সম্পাদনায় 'চট্টগ্রামের সূর্য, ভারতের নবারুণ' শিরোনামের স্মারক গ্রন্থ ওই পাঠাগারে সংরক্ষণের জন্য মাস্টারদা স্মৃতি সংঘকে ৫৮৫টি বই হস্তান্তর করে। সূর্য সেন মহাবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে এই শুভ উদ্যোগের জন্য সাধুবাদ জানাই।

যিশুতোষ সেন
ইসকন রোড, হায়দরপাড়া,
শিলিগুড়ি।

রেডিওর শ্রোতা ক্রমশ বাড়ছে

সম্প্রতি পেরিয়ে এলাম বিশ্ব রেডিও দিবস। সংবাদপত্রে শব্দছক সমাধান করাটা যেমন আমার একটা নেশা, ঠিক তেমনই প্রতিদিন সকালে ঘণ্টা দেড়েক আকাশবাণী শিলিগুড়ি কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শোনাটাও আমার আরও একটা নেশা। তবে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে রেডিও এখন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করেছে। আমিও তাই এখন আর পুরোনো ফিলিপ্স ট্রানজিস্টার সেটে অনুষ্ঠান শুনি না। স্মার্টফোনে প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করে নিয়েছি নিউজ অন এয়ার অ্যাপ এবং ভি রেডিও অ্যাপ। এই অ্যাপ দুটির মাধ্যমেই আকাশবাণী শিলিগুড়ি কেন্দ্রের অনুষ্ঠান একদম নির্বিঘ্নে শুনছি। ভি রেডিও অ্যাপটায় তো আবার একই সঙ্গে শোনা এবং রেকডিং করার সুবিধা রয়েছে।

আরও বুঝতে পারছি, আকাশবাণী শিলিগুড়ি কেন্দ্রের শ্রোতা এখন উত্তরবঙ্গ ছাড়িয়ে দক্ষিণবঙ্গেও রয়েছে। কারণ, প্রতিদিন সকাল ৬টা ৫৫ মিনিটে সম্প্রচারিত জনপ্রিয় 'প্রত্যুষা' অনুষ্ঠানে পত্রলেখকদের চিঠি আগে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকেই আসত। বিগত ৪-৫ মাস ধরে দেখছি বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, হাওড়ার মতো দূরের জেলা থেকেও পত্রলেখকদের চিঠি ই-মেল অথবা হোয়াটসঅ্যাপ মারফত এসে পৌঁছাচ্ছে।

পাশাপাশি এফএম তো রেডিওরই আধুনিকতম সংস্করণ। বর্তমান প্রজন্মের যুবক-যুবতীদের কাছে এফএমের অনুষ্ঠান বেশ আকর্ষণীয়। এখনকার উন্নত চার চাকার গাড়িতে তো এফএমের অনুষ্ঠান শোনার ব্যবস্থা রয়েছে। অতএব, রেডিওর শ্রোতা কোনওদিন ফুরিয়ে যাবে না। নতুন উন্নত প্রযুক্তির হাত ধরে রেডিওর শ্রোতা ক্রমশ বাড়ছে এবং বাড়তে থাকবে।

সঞ্জীবকুমার সাহা
উত্তরপাড়া, মাথাভাঙ্গা।